‘জরুরিয়াতে দীনে’র অপব্যাখ্যাকারী
কাফের হওয়া বিষয়ক প্রামাণ্যগ্রন্থ

ইমান-কুফর ও তাকফির

মূল

মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

আফাল্লাহু আনহু

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সুচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান.....৫
অনুবাদকের নিবেদন.....৯
ইমান সবার আগে.....২৭

ইমান-কুফরের পরিচয় ও তাকফিরের মূলনীতি

অবতরণিকা ৩৩
ইমান-কুফরের পরিচয় ৩৭
খতমে নবুওয়াত সংশ্লিষ্ট একটি আলোচনা ৪২
কতিপয় পরিভাষার ব্যাখ্যা ৪৪
কুফর ও কাফেরের প্রকারভেদ.....৪৮
যান্দাকা কুফর হওয়া বিষয়ে ইমামগণের অতিরিক্ত সাক্ষ্য ৬০
'আহলে কিবলা'কে কাফের আখ্যাদান প্রসঙ্গ.....৭৩
কাফের আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা ৮৮
'ওসুলুল আফকার' কিতাব থেকে উদ্ধৃত কিছু জরুরি বিষয়.....৯৭
বিষয়ের পরিশিষ্ট.....১০৭
কিছু সন্দেহের উত্তরসহ পুস্তিকার সারনির্যাস.....১০৯

ইসলামে মুরতাদের শাস্তি

ইসলামে মুরতাদের শাস্তি ১১৪

পরিশিষ্ট

প্রাককথন.....১৩৩
কিতাব ও রিজালের অনুসরণ বিষয়ক দেওবন্দি তরিকার বিবরণ.....১৩৫

আকাবির-আসলাফের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র.....১৫২
আত্মকথন ১৮৮
র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একটি মূল্যায়ন ১৯৮
মিডিয়া : প্রতারক চিন্তানৈতিক অভিযান ২০৫
ইসলাম শান্তি, সমতা ও স্বাধীনতার ধর্ম,
না সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম.....২১৩
'তাকফিরু আহলিশ্ শাহাদাতাইনি'
কিতাব সম্পর্কে একজন সৌদি আলেমের মন্তব্য.....২১৭
'মানহাজি' তকমা দানকারী একজন প্রাজ্ঞ
মুফতি সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ.....২২২

টীকাসমগ্র

'তাবলিগ জামাত' সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন ২৩৭
ইসলামি দাওয়াতের নববি পদ্ধতি.....২৪১
খিলাফত : ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ২৪৬
তাগুতের সংজ্ঞা.....২৫৪
শিয়াদের ব্যাপারে ফতোয়া.....২৫৭
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাস্তবতা সাধারণ ইচ্ছা ও সকলের ইচ্ছা ২৬০
আমাদের আসল পরিচয় কী—মানুষ, না-কি মুসলমান?.....২৬৩
মানবধর্ম.....২৬৫
দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ ধর্ম.....২৬৬
হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজের ব্যাপারে ইমামগণের উক্তি.....২৬৮
পাকিস্তান দারুল ইসলাম, না-কি দারুল হরব? ২৭৬
লেখকের জীবনী.....২৮০
অনুবাদক ও সংযোজকের জীবনকথা.....২৮২

অনুবাদকের নিবেদন

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبِه وتابِعِيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعدُ

আমাদের মাহাদের[১] 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ'টি দেওবন্দি তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' বইয়ের[২] ৩৩৪-৩৩৭ নং পৃষ্ঠায় দেওবন্দি তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ রয়েছে। বিভাগটির প্রত্যেক তিন মাসের দরস ও মুতালাআর পৃথক পৃথক মানহাজ রয়েছে। ছাত্রদের প্রতিদিনের মুতালাআ ও অন্যান্য কর্মের مَحْضَر (রিপোর্ট) পেশ করতে হয়। মেহেরবান আল্লাহ সকল বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রেখে বিভাগটির উপকারিতা বৃদ্ধি করুন ও স্থায়ী রাখুন, এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজন সহজে পূরণ করে দিন। আমিন!

বিভাগটিতে বর্তমানে প্রধানত চারটি বিষয়ে দলিলভিত্তিক বিস্তারিত পড়াশোনা হয়—

১. ইমানের রোকন ও শাখাসমূহ। **২.** কুফর ও তাকফির। **৩.** ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা। **৪.** সমকালীন চিন্তানৈতিক বিভিন্ন মতবাদ। প্রত্যেক সেমিস্টারের মানহাজ দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

'তাকফির' বিষয়ে যেসকল কিতাব পাঠ্যসূচিতে রয়েছে, মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ (১৩১৪-১৩৯৬ হি.) রচিত আলোচ্য বইটি সেগুলোর অন্যতম। এতে তাঁর ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں এবং مرتد کی سزا اسلام میں নামক দুটি পুস্তিকার অনুবাদ রয়েছে। প্রথম রিসালাটি তাঁর 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' রাসায়েল সমগ্রের প্রথম ভলিয়মে এবং দ্বিতীয়টি পঞ্চম ভলিয়মে রয়েছে।

মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এ বইয়ে লিখেছেন— কুফর হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার নাম।[৩] আর রাসুলকে মিথ্যাবাদী

[১] মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা।

[২] প্রকাশক : ইসলামিয়া কুতুবখানা। যোগাযোগ : ০১৯৯০০০১০৩০

[৩] বস্তত কুফর হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যবাদী সাব্যস্ত না করার নাম। সুতরাং

সাব্যস্ত করার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। ফলে কুফরও কয়েক প্রকারে বিভক্ত। রাসুলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রকারগুলো নিম্নরূপ—

১. তাঁকে আল্লাহ তাআলার রাসুলই স্বীকার না করা। যেমন, মূর্তিপূজারী ও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থা।

২. রাসুল স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর কিছু উক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় ভুল বা মিথ্যা আখ্যা দেওয়া। অর্থাৎ, তাঁর কিছু নির্দেশনা বিশ্বাস করা এবং কিছু নির্দেশনা অবিশ্বাস করা।

৩. অকাট্যভাবে প্রমাণিত তাঁর কোনো উক্তি বা কর্মকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা যে, তা তাঁর কর্ম বা উক্তি নয়। এটিও তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়ার নামান্তর।

৪. তাঁর উক্তি বা কর্মকে স্বীকার করা। কিন্তু সেগুলোর এমন ব্যাখ্যা করা, যা কুরআন-হাদিসের অকাট্য বর্ণনার বিপরীত। এ ধরনের ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে স্বীকার করা, অস্বীকার করারই নামান্তর।

মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার শেষোক্ত রূপটি ইসলামের দাবিদার এবং নামাজ-রোজা প্রভৃতি আমল সম্পাদনকারীদের থেকে প্রকাশ পাওয়ার কারণে, অধিকাংশ মুসলমান ভুলবশত তাদেরকে মুসলমান মনে করে। বিশেষত 'ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে অস্বীকার করা, অস্বীকার নয় এবং এমন ব্যক্তি কাফের নয়'— আলেমগণের এই সর্বসম্মত মূলনীতিকে ভুল বোঝার কারণে, অধিকাংশ লোক তাদেরকে মুসলমান মনে করে।

বলাবাহুল্য, যিন্দিক ও মুলহিদ[১] লোকেরা কুরআন-হাদিস প্রত্যাখ্যান, কোনো না কোনো ব্যাখ্যার আড়ালেই করে থাকে। তাই জরুরি ছিল, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, ইলহাদ ও (অনুমোদিত) ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যাযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা দ্বারা কেউ কাফের হয় না। পক্ষান্তরে যান্দাকা ও ইলহাদজনিত ব্যাখ্যা দ্বারা উম্মাহর সর্বসম্মত মতানুসারে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়।

যেসকল হতভাগা প্রিয় নবিজিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এবং যারা তাঁর ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকে : তাঁকে সত্যাবাদীও বলে না এবং মিথ্যাবাদীও বলে না, বরং তাঁর ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করে, তারা সকলে কাফের।

[১] 'যিন্দিক' ও 'মুলহিদ' একই ব্যক্তির দুই বিশেষণ। চতুর্থ পদ্ধতিতে রাসুলকে যারা মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, তাদের জন্য হাদিসে বর্ণিত নাম হলো যিন্দিক; কুরআনে উল্লিখিত নাম হলো মুলহিদ।

তিনি আরও লিখেছেন— সাহাবা, তাবেইন ও ইমামগণের সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যাকারীকে কাফের সাব্যস্ত না করার নীতিটি ব্যাপক নয়। বস্তুত 'জরুরিয়াতে দীনে'র[১] যে অপব্যাখ্যা করা হয়, তা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নয়; বরং বিকৃতি ও ইলহাদ। তা উম্মাহর ঐকমত্যে কুফর। আল্লাহ ও রাসুলের উক্তিসমূহের অপব্যাখ্যা করলে ব্যক্তি যদি কখনোই কাফের না হয়,[২] তাহলে শয়তানও কাফের থাকে না। কারণ, সে-ও তার কর্মের ব্যাখ্যা পেশ করেছে। (মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে)।

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়

এ পুস্তিকায় মূলত উল্লিখিত ৪র্থ প্রকার কুফরের আলোচনাই সবিস্তারে করা হয়েছে। পুস্তিকার সারনির্যাস তার সর্বশেষ শিরোনাম— 'কিছু সন্দেহের উত্তরসহ পুস্তিকার সারনির্যাস'-এর অধীনে এসেছে। পাঠক তা শেষে তো পাঠ করবেনই। আমার পরামর্শ হচ্ছে, শুরুতেই দু-একবার পড়ে নিন। তাহলে বইটি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। তখন অনুমিত হবে— অনেকের নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, তাবলিগ, পাগড়ি প্রভৃতির আড়ালে জঘন্যতম কুফর তথা ইলহাদ ও যান্দাকা লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

স্মরণ রাখতে হবে, শুধু ইলম, আমল ও আখলাক সহিহ করা দ্বারা কেউ মুসলমান হয়ে যায় না। মুসলমান হওয়ার প্রথম ভিত্তি হলো, ইমান-আকিদা সহিহ করা। কুরআন-হাদিসের তালিম ও তাবলিগ করার শিরোনামে যারা বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও নকলবাজি করে, দীনের লেবাস ধারণকারী সেসকল মুলহিদ ও যিন্দিকদের থেকে ইমান-আকিদা হেফাজত করার জন্য, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহর গবেষণার আলোকে, মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহর রচিত এ পুস্তিকার আন্তরিক পাঠ, অনেক সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। 'পুস্তিকার সারনির্যাস' শিরোনামের লেখাটি থেকে উদ্ধৃত নিম্নের অংশটি লক্ষ্য করুন—

'বর্তমানে দীনের মূলনীতিসমূহ সম্বন্ধে অনবহিত অসংখ্য মানুষ, মুলহিদদের নামাজ, রোজা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদেরকে কাফের আখ্যাদানকারী আলেমসমাজের ওপর এ অপবাদ আরোপ করে যে, তারা মুসলমানদেরকে কাফের

[১] 'জরুরিয়াতে দীন' ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। ৪৭ এবং ৭৯-৮০নং পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যা আসছে।

[২] এ স্থানের উর্দু বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো, 'যদি কুফর প্রতিহত করার জন্য ব্যাখ্যাকে সর্বাবস্থায় যথেষ্ট মনে করা হয়।'

বানায়। কিন্তু উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, আলেমগণ কাউকে কাফের বানান না। তবে যে ব্যক্তি আপন কুফরি আকিদা, আচরণ ও উচ্চারণের কারণে নিজেই কাফের হয়ে যায়, তাঁরা তার কাফের হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন মাত্র।

মোটকথা, রাসুলকে প্রত্যাখ্যান করার আলোচ্য প্রকার —যার পারিভাষিক নাম যান্দাকা ও ইলহাদ—, নিকৃষ্টতম কুফরি। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এ কুফরি অন্য সকল কুফরির তুলনায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। ইবলিস এ প্রকারের প্রত্যাখ্যান করার কারণেই কাফের সাব্যস্ত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান যেহেতু প্রত্যাখ্যানের রঙে প্রকাশ পায় না, তাই মুসলমানরা তা দ্বারা অনেক প্রতারিত হয়। বিশেষত যখন এমন ব্যক্তি ইসলামের বিশেষ প্রতীকসমূহ যথা নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, পাগড়ি প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়।

তাই কুরআন-হাদিস ও উম্মাহর আকাবিরগণের সুস্পষ্ট উক্তিমালার আলোকে, বিষয়টির মূল বাস্তবতা স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল। শোকর আল্লাহর, এ পুস্তিকায় পরিপূর্ণরূপে তার ব্যাখ্যা এসেছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামের অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানগুলো ব্যাখ্যা করে সেগুলোকে 'মানসুস ও ইজমায়ি'[১] মর্ম থেকে সরিয়ে ভিন্ন কোনো মর্ম উদ্দেশ্য নেওয়া, প্রকৃতপক্ষে রাসুলকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়ার নামান্তর।' (উদ্ধৃত অংশ সমাপ্ত হয়েছে।)

'পুস্তিকার সারনির্যাস' শিরোনামের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহর এ উক্তিটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য—

'ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হওয়া তথা কাফের হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তির কাফের হওয়ার ইচ্ছা ও নিয়ত থাকা আবশ্যক নয়। বড় শয়তান ইবলিস কাফের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। কিন্তু তার কর্ম তাকে কাফের বানিয়ে দিয়েছে।[২]

...কেননা ইবলিস শয়তান আল্লাহ তাআলাকে কখনো অস্বীকার করেনি; না সে আল্লাহর সত্তাকে অস্বীকার করেছে, না তাঁর কোনো গুণকে। বরং সে শুধু গায়রুল্লাহকে

[১] মানসুস ও ইজমায়ি : কুরআন-হাদিসে বর্ণিত ও উম্মাহর সর্বসম্মত।

[২] অর্থাৎ, তার কর্মের কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। বস্তুত ইমান-ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, যদিও সে কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। কেননা 'উম্মাহ' কিবলামুখী মুসল্লিদের নাম নয়। উম্মাহ হলো ইমানদারদের নাম। কোনো ব্যক্তির কাফের হওয়ার জন্য তার নিজের জানা জরুরি নয় যে, সে এখন কাফের, মুসলমান নয়। -অনুবাদক।

ইমান সবার আগে

আখেরাতে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে—

ক. কিছু মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

খ. কিছু মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

গ. বাকিরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ জান্নাতের উচ্চস্তরে যাবে, কেউবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

'আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা'- এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার কারণসমূহ পরিহার করতে হবে; তারপর সামান্য সময়ের জন্যও জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে; এরপর জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার আমল করতে হবে।

ক. চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল :

স্থায়ীভাবে জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ইমান আনতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করার সময় ইমানদার থাকতে হবে। ইমানের সারকথা হল— ১. প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেসকল সংবাদ দিয়েছেন, তা আকিদা, ইবাদত, বিবাহ-শাদী, লেনদেন, দণ্ডবিধি, রাষ্ট্র-পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৈতিকতা, মোটকথা জীবনের যে বিষয় সংশ্লিষ্টই হোক, সকল সংবাদের ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যবাদী বিশ্বাস করা। ২. 'ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া'র মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। ৩. ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল তন্ত্র-মন্ত্র (যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ) এবং তাগুত ব্যক্তি ও দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ('ফয়যুল বারি' ১ : ১২২ ও ১২৬) তাছাড়া আমাদেরকে জানতে হবে—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মূলত ৪টি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে- ১. সকল বাতিল ইলাহ। ২. সকল তাগুত। ৩. যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে রাখা হয়েছে। ৪. আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে মানুষ রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে এ কালিমা ৪টি জিনিসকে সাব্যস্ত করে- ১. কাঙ্খিত সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ২. সর্বাচ্চ ভালোবাসার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ৩. ভয় পাওয়ার যোগ্য সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ৪. যার সাথে আশা-আকাঙক্ষা যুক্ত রাখা যায়, এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এগুলোর ব্যাখ্যা কী? তাগুত কারা, যাদেরকে প্রত্যাখ্যান না করলে ইমান সাব্যস্ত হয় না?([১]) কীভাবে তাগুত প্রত্যাখ্যান করতে হয়?

কাউকে রাসুল মানার অর্থ ও তার অনিবার্য দাবিসমূহ কী কী? অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে কেউ যদি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শিক্ষা ও আইনকানুনের তুলনায়, অন্য কোনো বুদ্ধিজীবি ও দার্শনিক, যেমন এরিস্টোটল, প্লেটো, মাওসেতুং, কার্লমার্কস, লেলিন, স্টেলিন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখের থিওরি ও মতবাদকে উত্তম মনে করে, সেগুলো প্রচার-প্রসার করে, সেগুলো দিয়ে দেশ ও সমাজকে পরিচালিত করতে চায়, এসব কিছু করেও সে কি মুসলমান থাকে?([২]) এ বিষয়গুলোও আমাদের জানা আবশ্যক।

কালিমার শর্তাবলি : প্রসিদ্ধ তাবেয়ি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ (৩৪-১১০ হি.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, 'অবশ্যই। তবে প্রত্যেক চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস, তোমার জন্য দরজা খোলা হবে। অন্যথায় খোলা হবে না।' (সহিহ বুখারি, কিতাবুল জানায়িয) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামক চাবির দাঁত হলো তার শর্তসমূহ। তো কালিমা জান্নাতের চাবি হওয়ার শর্তগুলো কী কী? সেগুলো প্রত্যেকের জানতে হবে এবং পূরণ করতে হবে। কালিমার আলোচ্য

[১] . ২৫৪-২৫৫ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

[২] . মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন, ... আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই। (آسان ترجمہ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।)

প্রসঙ্গত, কেউ কেউ দাবি করেছেন, সরকার মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেটিকে আল্লাহর আইনের ওপর প্রাধান্য দেয়নি। তাদের এ সংশয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হওয়ার অকাট্ট দলিল-প্রমাণের জন্য দেখুন, 'মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল' পৃ. ৭১-৭৩। অনলাইন পরিবেশক : রকমারি .কম, মোল্লার বই .কম।

শর্তগুলো সবিস্তারে জানার জন্য, 'কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ইমান ভঙ্গের কারণ' বইয়ের ৪৫-৬১ পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।([১])

ইমান ভঙ্গের কারণ : যেভাবে কোনো কোনো কাজ করলে সালাত ভেঙ্গে যায়, পুনরায় নতুনভাবে সালাত আদায় করতে হয়; সেভাবে কী কী কাজ করলে ইমান ভেঙ্গে যায়, পুনরায় নতুনভাবে ইমান আনতে হয়, তা-ও আমাদের জানতে হবে। যাতে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের অজ্ঞাতেই কাফির-মুরতাদে পরিণত না হই। আল্লাহর পানাহ! 'ইমান ভঙ্গের কারণ' জানার জন্য 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' বইয়ের ১৭৯-১৮৪ এবং 'কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ইমান ভঙ্গের কারণ' বইয়ের ১৩১-১৪৫ পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য। তাছড়া যে বিষয়গুলো মুরতাদ হয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক নয়, কিন্তু মুরতাদ ও তাদের সহযোগীরাও সেগুলোকে ওজর মনে করে, সেগুলো কী কী? এমন ১১টি বিষয় দলিল-প্রমাণসহ সবিস্তারে জানার জন্য 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' বইয়ের ২৪১-২৫২ পৃষ্ঠাগুলো অবশ্যই দেখুন।([২])

এ ধরনের যেসব জ্ঞানের উপর আমাদের ইমান থাকা না থাকা নির্ভর করে, সেগুলো হলো ইসলামের মৌলিক জ্ঞান। এ বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রথমেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও সময় দিয়ে অধ্যয়ন করা জরুরি। কোনো আলেম যদি এ সকল বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে চলেন, তাহলে তিনি হক্কানি আলেম হতে পারেন না। তিনি জরুরি বিষয়গুলো না জানিয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে বিপদ-সীমায় ফেলে রাখছেন।

খ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল :

সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে, উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকে :

১. অন্যান্য সকল হারাম ও গোনাহ থেকে বাঁচতে হবে। যেমন, সুদের আদান-প্রদান, সুদের লেখক হওয়া বা সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি। এ রকম গোনাহগুলো

---

[১] প্রকাশক 'সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড'।

[২] প্রকাশক 'ইসলামিয়া কুতুবখানা'। যোগাযোগ : ০১৯৯০০০১০৩০। উল্লেখ্য, এ বইয়ের ('ইমান-কুফর ও তাকফির') পরিশিষ্ট পর্বে, আধুনিক ইরতিদাদের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। অধুনা কিছু কুফরি ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই ইরতিদাদের দিকে গড্ডালিকাপ্রবাহের মতো ছুটে চলা উম্মাহকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবার পর্যাপ্ত নির্দেশনা লাভের জন্য, এ বইয়ের পরিশিষ্ট পর্বটি অবশ্যই পাঠ করুন।

ইমান-কুফরের পরিচয় ও তাকফিরের মূলনীতি

মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ

অবতরণিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، خُصُوْصًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَمَنْ بِهَدْيِهِ اهْتَدَى.

ইমান, ইসলাম, কুফর— শব্দগুলো সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পরিচিত। প্রত্যেক ফেরকার মূর্খ লোকেরাও এগুলো জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর এমন সংজ্ঞা দেওয়া দুষ্কর, যা দ্বারা তার কোনো একটি শাখা যেমন বাদ পড়বে না, তদ্রূপ বহির্ভূত কিছুও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে না।

এটি শুধু কুফর ও ইমানের অবস্থা নয়। টুপি, জামা, পাজামা, জুতা, ঘর, বাড়ি, টেবিল, চেয়ার, বদনা, গ্লাস প্রভৃতি শব্দগুলো সর্বজন পরিচিত এবং সকলের মুখে মুখে ব্যবহৃত। এগুলোর মর্ম বুঝতে শিশুদেরও কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি কোনো একটি শব্দের এমন সংজ্ঞা দেওয়ার বিষয় আসে, যার মধ্যে তার প্রতিটি শাখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, কোনো একটি শাখা বাদ পড়বে না; তাহলে বড় বড় পণ্ডিতদেরও মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যাবে, এবং পূর্ণ চিন্তা-ফিকির করে যে সংজ্ঞা তৈরি করা হবে, তাতেও এ আশঙ্কা থাকবে যে, হয়তো তার কোনো একটি শাখা ছুটে গেছে, বা বহির্ভূত কোনো শাখা তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

উম্মাহর পূর্বসূরি তাফসির বিশারদ, ফিকহ বিশারদ ও আকিদাশাস্ত্রবিদ আলেমগণ ইমান ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা, কুফরের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই শেষ যুগে ইসলামি জ্ঞানের বাতিঘর, আলেমকুলের ভরসা, উস্তাদগণের উস্তাদ, আমার মুরুব্বি ও উস্তাদ, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি কুদ্দিসা সিররুহু এ বিষয়ে إِكْفَارُ الْمُلْحِدِيْنَ নামে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রচনার প্রেক্ষাপট : একটি বিশেষ প্রকারের কুফরের নাম হলো যান্দাকা বা ইলহাদ। এটিই বর্তমান সময়ের মুনাফিকির কুফর। এই ইলহাদ ও যান্দাকাকে ইসলাম ও ইমান থেকে পৃথক করা এবং মুসলমান ও যিন্দিকের মধ্যে পার্থক্য করা সর্বকালেই গভীর চিন্তার দাবিদার বিষয় থেকেছে। কুরআন-হাদিসের জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে বিষয়টি বর্তমান সময়ে আরো বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। ওদিকে মুলহিদ ও যিন্দিকদের দৌরাত্ম্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা ইসলামের পোশাক ধারণ করে নিকৃষ্টতম কুফর প্রচার করে যাচ্ছে, এবং মুসলমানদের আস্তিনের সাপ হয়ে তাদেরকে দংশন করছে।

অনেক ভালো মুসলমানও এ ফিতনার শিকার হচ্ছে। তারা ইসলামের দাবিদার প্রত্যেককে মুসলমান গণ্য করা উচিত মনে করছে, তার আমল-আকিদা যেমনই হোক। বর্তমানে একে 'রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা' বলে ব্যক্ত করা হয়। এর আবশ্যক পরিণতি হচ্ছে, 'ইসলাম' কোনো বাস্তবতা বা আকিদার নাম নয়; বরং এক অর্থহীন শব্দমাত্র। যেন যে-কেউ নিজস্ব আকিদা, চিন্তাধারা ও কর্মে অবিচল থাকাবস্থায় মুসলমান হতে পারে। ইসলাম যেন তার ওপর কিছুই আবশ্যক করে না।

এ ফিতনার ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কী পরিমাণ ধ্বংসাত্মক, তা ব্যাখ্যাযোগ্য ছিল। তাই কুফরের এ প্রকারটি —যা ইসলামের পোশাক ধারণ করে ও ইসলামের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—, পরিপূর্ণ স্পষ্ট করা সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে পড়েছিল।

বিশেষত এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় এমন ছিল যে, সাধারণদের অতিক্রম করে কতক বিশিষ্ট আলেমও সংশয়ের শিকার হতে পারতেন।

১. ফিকহশাস্ত্রবিদ আলেমগণের সুস্পষ্ট বিবৃতি ব্যাপকভাবে রয়েছে যে, কেউ ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কোনো কুফরি আকিদা পোষণ করলে তাকে কাফের বলা হবে না। ওদিকে ইসলামের দাবিদার যে-কেউ কোনো কুফরি আকিদা ও উক্তি গ্রহণ করে, তা সে কোনো না কোনো ব্যাখ্যার আড়ালেই করে। এর ফল এটাই হয় যে, ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেওয়া জায়েজ থাকে না। অথচ কুরআন-হাদিসের বর্ণনা এর বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। তাই ফিকহ ও আকিদা শাস্ত্রবিদগণের উল্লিখিত মূলনীতিটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন করা আবশ্যক ছিল।

ইমান-কুফরের পরিচয়

আল্লাহ তাআলাকে মান্য করা, তাঁর আনুগত্য ও তাবেদারি করার নাম। পক্ষান্তরে মান্য না করা, তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করার নাম। মান্য করার জন্য আবশ্যক হলো, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের জ্ঞান অর্জন করে পছন্দনীয় কাজ ও জিনিসসমূহ গ্রহণ করা, এবং অপছন্দনীয় বিষয়গুলোকে বর্জন করা। এ অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করা এ ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় যে, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো বার্তাবাহক রাসুল আগমন করবেন, এবং মানুষকে তাঁর পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়সমূহ পৃথক পৃথক করে অবগত করবেন।

মানুষ তো নিজের বিবেক দ্বারা পিতামাতা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ও বন্ধুবান্ধবদের পছন্দ-অপছন্দও নিরূপণ করতে পারে না, যতক্ষণ না স্বয়ং তাদের আচরণ ও উচ্চারণ দ্বারা তা প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার পছন্দ ও অপছন্দের জ্ঞান মানুষ শুধু নিজস্ব বিবেক দ্বারা কীভাবে অর্জন করতে পারে, যখন তাঁর সত্তা মানুষের বোধ-বুদ্ধি ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে! বস্তুত নবি-রাসুলগণের প্রতি ওহি প্রেরণ করার গূঢ় রহস্য এখানেই নিহিত।

মোদ্দাকথা, পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলাকে মান্য করার এক ও অভিন্ন পদ্ধতি হলো, তাঁর রাসুলের আনীত নির্দেশনাসমূহ সত্য বলে মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে পালন করা। এরই নাম হলো ইসলাম, এবং আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ না করার নামই হলো কুফর।

ইমান-কুফর হলো ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক মৌলিক বিষয়। তাই কুরআন মাজিদের সুরা বাকারার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতেই এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে— ইমানদার, কাফের ও মুনাফিক। ৪টি আয়াতে ইমানদারদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে; পরবর্তী ২টি আয়াতে কাফেরদের বিষয়ে এবং তার পরের ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে।

এ তিনটি শ্রেণি প্রকৃতপক্ষে দুটোই। কারণ, কাফের ও মুনাফিক মূলত একই শ্রেণি। মুনাফিকরা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তাদের বাহ্যিক রূপ সাধারণ কাফেরদের থেকে পৃথক হওয়ার কারণে তাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে। কাফেরদের এ শ্রেণিটি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। তাই অধিক বিশ্লেষণসহ ১৩টি আয়াতে তাদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মোট আয়াত সংখ্যা হলো ১৯টি। অনুবাদসহ কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

الٓمٓ - ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ -الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِا الْأٓخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

আলিফ—লাম—মিম। এটি সেই কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটা হেদায়েত। যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ইমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। এবং যারা ইমান রাখে তার প্রতি, যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, এবং তার প্রতিও যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তারাই রয়েছে নিজেদের রবের পক্ষ থেকে আগত হেদায়েতের ওপর, এবং তারাই সফলকাম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ - خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

নিশ্চয় যারা কুফর অবলম্বন করেছে[১], তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর— তাদের জন্য সমান; তারা ইমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে পর্দা; আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

[১] আবুজাহেল ও আবুলাহবের মতো যারা কোনো অবস্থাতেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইমান না আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, এখানে সেসকল কাফেরের কথা বলা হয়েছে। এ মর্ম ব্যক্ত করার জন্যই তরজমায় 'কুফর অবলম্বন করেছে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। -অনুবাদক

খতমে নবুওয়াত সংশ্লিষ্ট একটি আলোচনা

ইমান ও ইমানদারের সংজ্ঞার অধীনে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে- নবুওয়াত, রিসালাত ও ওহির ধারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সমাপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, তাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহির ওপর ইমান আনয়ন করার সাথে, শুধু পূর্ববর্তী নবিগণ ও তাঁদের ওহির ওপর ইমান আনয়ন করার আদেশ রয়েছে। পরবর্তী কোনো নবির আলোচনা আসেনি। যদি তাঁর পর কোনো নবি আগমন করার বিষয় থাকত, তাহলে যেভাবে পূর্ববর্তী নবিগণের ওহি বিশ্বাস করা ইমানের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, পরবর্তী নবিগণের প্রতি ইমান আনয়ন করাও অনুরূপভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল।

বরং এক দৃষ্টিতে পরবর্তী নবিগণের প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকা, পূর্ববর্তী নবিগণের প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকার তুলনায় অধিক প্রয়োজন ছিল। কেননা পূর্ববর্তী নবিগণের বিবরণ তো স্বয়ং কুরআনেও এসেছে। আরো বেশি এসেছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। এ বিষয়ে উম্মাহর পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত নবির বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তার অবস্থা ও লক্ষণ সম্পর্কে উম্মাহ অবগত নয়। তার সাথে উম্মাহর সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় ছিল। তাকে মান্য করা বা অমান্য করার ওপর উম্মাহর মুক্তি বা ধ্বংস নির্ভরশীল ছিল।

এমতাবস্থায়, আগত নবির পূর্ণ অবস্থা, ধরন ও লক্ষণ আল্লাহর অবতীর্ণ শেষ কিতাবে এবং দয়ালু ও মেহেরবান নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ হওয়া আবশ্যক ছিল। তাঁর প্রতি ও তাঁর ওপর অবতীর্ণ ওহির প্রতি ইমান আনয়ন করা এবং তাঁকে মান্য করার বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় বারবার কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হওয়া জরুরি ছিল।

কিন্তু তার পরিবর্তে বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো, কুরআন মাজিদ যেখানে ইমানের প্রধান বিষয়গুলোর আলোচনা করেছে, সেখানে পূর্ববর্তী নবিগণ ও তাঁদের ওহির প্রতি ইমান আনয়ন করাকে ইমানের অংশ সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে প্রেরিত কোনো নবি বা রাসুলের বা তাঁর ওহির প্রসঙ্গ উল্লেখই করেনি।

স্থান শুধু এটিই একটি নয়। পবিত্র কুরআনের ১০টিরও বেশি স্থানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে প্রেরিত ওহির ওপর ইমান আনয়ন করার তাগিদ এসেছে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কোনো ওহি বা নবির আলোচনা একবারও আসেনি। (উপরন্তু সুরা আহযাবের ৪০নং আয়াতে অকাট্য ভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবি হওয়ার ঘোষণা এসেছে। —অনুবাদক।)

তা এ বিষয়ে কুরআন পাকের একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবি প্রেরিত হবেন না। শেষ যুগে শুধু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করবেন, যিনি পূর্বেই প্রেরিত হয়েছেন এবং যার প্রতি মুসলিম উম্মাহ শুরু থেকেই ইমান রেখে আসছে। অতএব, নতুনভাবে জন্মগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি এ উম্মাহকে নিজের নবুওয়াত ও ওহির দিকে আহ্বান জানিয়ে উম্মাহর মুক্তিদাতা হতে পারে না। বস্তুত সঠিক বিষয় বোঝার তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহই।

মুমিন ও কাফেরের পরিচয় এবং কুফরের প্রকারভেদ

এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা পূর্বে বিবৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হওয়ার জন্য এখানে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। পূর্বে উল্লিখিত আয়াতগুলোই বর্তমান আলোচনার ভিত্তি। ইমান ও কুফরের সংজ্ঞায় কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই প্রথমে শব্দগুলোর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হচ্ছে।

কতিপয় পরিভাষার ব্যাখ্যা

ইমান : প্রত্যেক ঐসব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আন্তরিকভাবে সত্যায়ন করাকে ইমান বলা হয়, যা অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে তাঁর থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এ সত্যায়নের সঙ্গে আনুগত্যের স্বীকৃতি থাকা শর্ত। ('ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল তন্ত্র-মন্ত্র[১] এবং তাগুত ব্যক্তি ও দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা'ও শর্ত। 'ফায়যুল বারি' কিতাবের মুকাদ্দিমা দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক)

ইসলাম : ইসলাম হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও মান্যতার স্বীকৃতি প্রদানের নাম। এ স্বীকৃতির সঙ্গে ইমান তথা অন্তরের সত্যায়ন থাকা শর্ত।

কুফর : ইমানের মধ্যে যেসকল বিষয়ের সত্যায়ন করা আবশ্যক, তার মধ্য থেকে কোনো একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকার করার নাম কুফর। (টীকা দ্রষ্টব্য।[২])

ইমানদার : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ঐসব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করে, যা তাঁর থেকে অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, সে ইমানদার। তবে মৌখিকভাবেও তা সত্যায়ন ও মান্য করার স্বীকৃতি থাকা শর্ত (যদি মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা অসম্ভব না হয়। অনুরূপভাবে 'ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা'ও শর্ত। —অনুবাদক।)

মুসলমান : মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ।

[২] কুফরের মূলকথা হলো, ১. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেসকল সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোর কোনো একটিকে সত্য বলে বিশ্বাস না-করা। ২. 'ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া'র মৌখিক স্বীকৃতি-দেওয়া থেকে বিরত থাকা। ৩. ইমানের অপরিহার্য শর্তাবলী পূরণ না-করা। তাই কেউ যদি নবিজির কোনো একটি অকাট্য সংবাদকে সত্যও না বলে এবং মিথ্যাও না বলে, বরং ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকে, কিংবা 'ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া'র মৌখিক স্বীকৃতি-দেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং ইমানের অপরিহার্য কোনো শর্ত পূরণ না করে, সে নিশ্চিতরূপে কাফের। -অনুবাদক।

ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও মান্য করার স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্তরে রাসুলের সত্যবাদী হওয়ার বিশ্বাস থাকা শর্ত।

কাফের : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা যেসব বিষয় অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত, যে ব্যক্তি সেসবের কোনো একটি অন্তরে অবিশ্বাস করে অথবা মুখে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার নাম কাফের।

ইসলাম ও ইমান এবং মুসলমান ও ইমানদারের মধ্যে পার্থক্য

আভিধানিক বিবেচনায় আন্তরিক সত্যায়নকে ইমান বলা হয়। আর ইসলাম বলা হয় আনুগত্য ও মান্যতাকে। ইমানের স্থান হলো অন্তর। পক্ষান্তরে ইসলামের স্থান অন্তর, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ইসলামহীন ইমান ও ইমানহীন ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থাৎ, আল্লাহ ও রাসুলকে শুধু অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করা শরিয়তে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখে উক্ত সত্যায়ন প্রকাশ করবে এবং আনুগত্য ও মান্যতার স্বীকৃতি না দেবে। অনুরূপভাবে আনুগত্য ও মান্যতার স্বীকৃতি শরিয়তে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তর দিয়ে আল্লাহ ও রাসুলকে সত্যায়ন করবে।

মোটকথা, আভিধানিক বিবেচনায় ইমান ও ইসলামের মর্ম ভিন্ন। কুরআন ও হাদিসে এই আভিধানিক মর্মের ভিত্তিতে ইমান ও ইসলামের ভিন্নতার আলোচনাও এসেছে। কিন্তু স্বয়ং কুরআন-হাদিসেরই সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে জানা যায়— ইসলামহীন ইমান ও ইমানহীন ইসলাম শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি কোনো কোনো গবেষক আলেম এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

ইমান ও ইসলামের মধ্যকার দূরত্ব সমান। পার্থক্য শুধু সূচনা ও সমাপ্তিতে। ইমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম ও চালচলনে পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম ও চালচলন থেকে আরম্ভ হয়ে অন্তরে গিয়ে সমাপ্ত হয়। অন্তরের সত্যায়ন যদি বাহ্যিক স্বীকৃতি পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে ঐ ইমান গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে বাহ্যিক স্বীকৃতি ও আনুগত্য যদি অন্তরের সত্যায়ন পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে ঐ ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। (হজরাতুল উস্তাদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি কুদ্দিসা সিররুহু বিষয়টি আমাদেরকে অবগত করেছেন)।

ইমান ও ইসলামের আভিধানিক এবং পারিভাষিক মর্ম সুস্পষ্ট হওয়ার মাধ্যমে মুমিন ও মুসলমানের মর্মও পরিষ্কার হয়ে গেল। শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ

উসমানি রাহিমাহুল্লাহ (১৩০৫-১৩৬৪ হি.) সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি ইমাম গাজ্জালি (৪৫০-৫০৫ হি.) ও ইমাম সুবকি রাহিমাহুমাল্লাহর (৬৮৩-৭৫৬ হি.) সেই গবেষণাই উল্লেখ করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সুবকি রাহিমাহুল্লাহর দুটি বাক্য নিম্নরূপ—

الْإِسْلَامُ مَوْضُوْعٌ لِلْاِنْقِيَادِ الظَّاهِرِ مَشْرُوْطًا فِيْهِ الْإِيْمَانُ، وَالْإِيْمَانُ مَوْضُوْعٌ لِلتَّصْدِيْقِ الْبَاطِنِ مَشْرُوْطًا فِيْهِ الْقَوْلُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ.

ইসলাম শব্দটি তৈরি করা হয়েছে বাহ্যিক আনুগত্য বোঝানোর জন্য। তবে তাতে ইমান শর্ত। পক্ষান্তরে ইমান শব্দটি তৈরি করা হয়েছে অন্তরের সত্যায়ন বোঝানোর জন্য। তবে সম্ভব হলে মুখে উচ্চারণ করা শর্ত। (ফাতহুল মুলহিম, ১ : ১৫১)

'হিদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যাকার শাইখ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ (৭৯০-৮৬১ হি.) আকিদা বিষয়ক তাঁর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব[১] এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুসামারা'য়[২] এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য তুলে ধরেছেন। তার ভাষা হলো—

وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ فَرِيْقَا الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَلَى تَلَازُمِ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إِيْمَانَ يُعْتَبَرُ بِلَا إِسْلَامٍ، وَعَكْسُهُ، أَيْ : لَا إِسْلَامَ يُعْتَبَرُ بِدُوْنِ إِيْمَانٍ، فَلَا يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

সত্যের অনুসরণকারী আশআরি ও হানাফি[৩] উভয় দল এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে যে, ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ, ইসলামহীন ইমান গ্রহণযোগ্য নয়, এবং তার বিপরীতে, ইমানহীন ইসলামও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একটি অপরটি থেকে পৃথক হয় না। (২ : ১৮৬)

অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া[৪] **:** যেসব বিষয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের নিকট 'তাওয়াতুরে'র মাধ্যমে পৌঁছেছে, তা প্রমাণিত হওয়াটা

[১] কিতাবটির নাম হলো, المُسَايَرَةُ فِي العَقَائِدِ المُنْجِيَةِ فِي الآخِرَةِ -অনুবাদক।

[২] المُسَامَرَةُ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বৈরুতের دارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, এটির লেখক মূলত শাইখ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ নন, বরং তার শাগরিদ শাইখ কামালুদ্দিন ইবনু আবি শারিফ কুদসি রাহিমাহুল্লাহ (৮২২-৯০৬ হি.)। -অনুবাদক।

[৩] অর্থাৎ মাতুরিদি। -অনুবাদক।

[৪] الثُّبُوْتُ القَطْعِيُّ

অকাট্য। যেমন- কুরআন মাজিদ, নামাজের সংখ্যা, রাকাতের সংখ্যা, রুকু-সিজদা প্রভৃতির ধরন, আজান, যাকাতের ব্যাখ্যা, হজ ও তার সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়াত প্রভৃতি।

'তাওয়াতুর' অর্থ হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এ পরিমাণ থাকা যে, তাদের সকলে ভুল কিংবা মিথ্যার ওপর একমত হয়ে যাওয়া, যুক্তির নিরিখে অসম্ভব মনে হয়।

স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া[১] **:** ফিকহ ও আকিদা বিশারদ আলেমগণের পরিভাষায় 'সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া'কে ضَرُوْرِيٌّ বা بِالضَّرُوْرَةِ শব্দে ব্যক্ত করা হয়। তা হলো, 'তাওয়াতুর' হওয়ার পাশাপাশি তার প্রসিদ্ধি বিশেষ ও সাধারণ সকল মুসলমানের মধ্যে এ স্তরের হয়ে যাওয়া যে, সাধারণ লোকেরাও সে সম্পর্কে অবগত। যেমন- নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ ফরজ হওয়া, আজান সুন্নত হওয়া, এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্য দিয়ে নবুওয়াত সমাপ্ত হওয়া।

জরুরিয়াতে দীন[২] **:** যেসব বিষয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুরের মাধ্যমে এ স্তরের প্রসিদ্ধি ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, বিশিষ্ট ও সাধারণ প্রত্যেক মানুষ তা সম্পর্কে অবগত, তাকে ফিকহ ও আকিদাশাস্ত্রবিদ আলেমগণের পরিভাষায় 'জরুরিয়াতে দীন' বলা হয়।

সতর্কীকরণ : ইমান হলো অনেকগুলো বিষয়ের সত্যায়ন ও গ্রহণ করার নাম, যা পূর্বে সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুফরের জন্য ঐ সবগুলো বিষয় অস্বীকার করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা আবশ্যক নয়। বরং সেগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা বা অবিশ্বাস করাও কুফর; অবশিষ্ট সবগুলোকে আন্তরিকভাবে সত্যায়ন ও গ্রহণ করলেও ব্যক্তি ইমানদার থাকবে না।

তাই ইমান ও ইসলাম একই বাস্তবতার নাম। কিন্তু কুফর অনেক প্রকারে বিভক্ত। মৌলিক দুটি প্রকার তো সুরা আল-বাকারার শুরুর আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে—১. বাহ্যিক কুফর। ২. মুনাফিকির কুফর। কুফরের অবশিষ্ট প্রকারগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিম্নে করা হচ্ছে। আল্লাহ তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী।

---

[১] الثُّبُوْتُ البَدِيْهِيُّ

[২] ضَرُوْرِيَّاتُ الدِّيْنِ ৭৯-৮০ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন।